Interview details

Interview with Farhana

Interviewed by Sanchoee

ফারহানাঃ আমার নানার বাবা উনি, উনারা বেসিক্যালি ইন্ডিয়ান ছিল। তো কোন কাজের পারপাসে এ অথবা অন্য কোন কাজের পারপাসেই উনি পাকিস্তান রেজিয়নে আসছে মানে এই রেজিয়নটায় আসছিল। তারপর থেকেই যখন '৪৭-এর ভাগ হল ওরা পাকিস্তানে পরে গেল, আর যখন '৭১-এর ভাগ হল তখন ওরা বাংলাদেশি হয়ে গেল আর কি। '৪৭-এর ভাগ নিয়ে তেমন কোন গল্প শুনিনি কারন তখন আম্মুরাই ছিল না, আর মামারাও তখন ছিল না; কিন্তু '৭১-এর ভাগ নিয়ে অনেক গল্প শুনেছি। আর ইন্ডিয়ায় ওদের এটাই শুনেছি যে ইন্ডিয়ায় অনেক প্রপার্টি ছিল যেসব দখল হয়ে গিয়েছে, যেহেতু ওরা আর যেতে পারে নি এজন্য। আর '৭১ নিয়ে অনেক গল্প অ্যাকচুয়ালি; যেমন এই যখন যুদ্ধটা হয় তখন আমার নানা, নানি এবং উনাদের ৯টা চাইল্ড; আর আমার নানার নানির বাবা-মা মানে আম্মুর দাদা দাদি উনারা থাকতো। তো যখন যুদ্ধের শুরুর দিকে তেমন কোন প্রব্লেম হয় নি যখন যুদ্ধের মাঝামাঝির দিকে হঠাৎ করে নানা একদিন হারায় যায়, মানে অফিসে যাওয়ার জন্য বের হয় আর ফিরে নি, তারপর থেকে তখন আমার নানি অ্যাকচুয়ালি প্রেগন্যান্ট, থ্রি মান্থস প্রেগন্যান্ট উনি একটু একে তো ৯টা বাচ্চা আর ২টা বুড়াবুড়ি উনি একটু পাগল টাইপ হয়ে গিয়েছিল। তারপর উনার ভাইয়েরা ছিল কিন্তু কনট্যাক্ট করতে পারতেছিল না। এজন্য ওরা ক্যাম্পে চলে যায়। একটা মোটামুটি পশ লাইফ সেখান হঠাৎ করে ক্যাম্প। তারপর তারা যখন ওরা বাসা ছেড়ে দেওয়ার আগে, ওদের নেইবররাই, নেইবররাই, এসে এসে জিনিসপত্র নিয়ে যায়, এটা আমি নিচ্ছি, ওটা আমি নিচ্ছি। আমার আম্মু বলে যে আমার অনেক প্রিয় একটা ডল হাউস, কাঠের যেটা আব্বা বানায় দিসল, ওটা আমার ফ্রেন্ড এসে নিয়ে যায় তো এটা অনেক খারাপ একটা... (ক্রন্দনরত) সরি।

তারপর ক্যাম্পে যাওয়ার পরে ওদের লাইভলিহুডই একটা কোয়েশ্চেন। আমার মামা তখন খুব ছোট; খুবই ছোট মানে ১৪/১৫ হবে হয়ত, কিন্তু সেই সবচেয়ে বড়, সেই ম্যান অফ দা হাউস আর কি। তখন তার কি করবে পড়াশোনা তো অবভিয়াসলি ছুটে গেসে। আর এসব নিয়ে কি করবে মামাদের সাথেও তেমন কনট্যাক্ট হতে পারতেসে না। আর তখন কিছু তো একটা করা লাগবে তো সে তখন সিদ্ধ ডিম বিক্রি করে, তারপর বোঝা উঠায়, জাস্ট ফর লাইভলিহুড আর কি। তারপর এমনে যা এরকম করেই অনেক স্ট্রাগল আর কি। অনেক স্ট্রাগলের এর স্টোরি। আর আম্মুদের মানে তখন বোনটা হয় মাত্র, ওরও অবস্থা অনেক খারাপ । ওর পেটে কৃমি টৃমি থাকে একদম। মানে তখন খুবই কষ্টের লাইফ। আসে, কিছু কিছু পরিচিত মানুষ দেখা করতে আসে। যেমন মামাদের একজন পরিচিত আঙ্কেল, সে আসছিল। বলতেসে যে তোমার মামারা পাঠাইসে খবর নেওয়ার জন্য কেমন আছ তোমরা। বলসে যে অনেক কষ্টে আছি যদি উনাদেরকে বলেন, যদি নিয়ে যেতে পারে এখান থেকে। তখন বলসে যে আচ্ছা হ্যাঁ চেষ্টা করতেছে, যখনই অবস্থা ভাল হবে এসে নিয়ে যাবে তোমাদেরকে। তো বলতেসে আমার মামাকে বলসে তোমার মামা আমাকে বলসে তোমার সাইকেলটা আমাকে দিয়ে দিতে। তখন মামা বলসে যে সাইকেল আমি দিয়ে দিব কেন। বলসে যে -না। তোমার মামা বলসে দিতে হবে। পরে যাবার সময় সেটাও নিয়ে গেসে আর কি। তো মানে এরকম মানে বার বার, বার বার। মানে মানুষের এক বার দুই বার হয়। মানে প্রতিবার এসে এসে কেউ একজন কিছু, যা যা অ্যাসেট ছিল মোট কথা কিছুই নাই আর কি। তো তারপর লাস্টের দিকে মামাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট হতে পারসে। উনারা এসে ওরা যেখানটায় থাকত, উনারাও মানে ইয়ে থেকে ইন্ডিয়ান অরিজিনই কিন্তু ওদের তেমন কোন সমস্যা হয় নাই। মানে ওদের রিলেটিভরা মানে ওদের নেইবরসরা মনে হয় খুব ভাল ছিল । ওদের তেমন কোন প্রব্লেম হয় নাই । ওরা যেখানে ছিল সেখানেই ছিল। ইভেন বলতে হবে যে আশেপাশের বাঙালিরাই ওদেরকে প্রটেক্ট করসে

যে না এখানে কিছু করা যাবে না। আর আমাদের কেস এখানটায় একটু উল্টা। তো তারপর ওরা চলে যায় ওখানে শেষের দিকে তো ভাগ হয়। এইটাই আর তেমন কোন গল্প; এইসব স্ট্রাগল এর গল্প ছাড়া তেমন কোন গল্প নাই।

সঞ্চয়ীঃ আচ্ছা তো তোমার নানা যে এসেছিলেন '৪৭-এ যেটা বললে সেটা কোন পারপাসে এসেছিলেন?

ফারহানাঃ '৪৭-এ আমার নানার বাবা, উনি জব পারপাসে আসছিল।

সঞ্চয়ীঃ আচ্ছা আর তুমি বললে যে তোমার নানির ৯ জন ছেলেমেয়ে ছিল

ফারহানাঃ হ্যাঁ তারপর উনি প্রেগন্যান্ট ছিল '৭১-এর সময়

সঞ্চয়ীঃ তো সেক্ষেত্রে ক্যাম্পে এসে মানে লাইফের পরিবর্তনটা কেমন ছিল লাইক আগে কেমন ছিল এবং এরপর এসে যে একটা চেঞ্জ হল সেই বিষয়ে যদি আরেকটু ডিটেল বলতে।

ফারহানাঃ ওরা যখন আগে, নানা যখন ছিল তখন তো বেশ পশ একটা লাইফ। মানে মোটামুটি আশেপাশে মানুষজন আছে পরিষ্কার পরিছন্ন। বড় একটা বাসা। সবাই খুব খাওয়াদাওয়ার কোন প্রব্লেম নাই, কিছু নাই। এটাই আর ক্যাম্পে হঠাৎ করে এসে তো মানে সেভাবে আম্মু তখন বেশি বড়ও না ৩ বছর সাড়ে ৩ বছর ছিল হয়ত তো অত ক্লিয়ার বলতে পারে না। কিন্তু বলতে পারে যে হ্যাঁ খুবই বাজে একটা জায়গা ছিল কেওয়াজ ছিল, ময়লা ছিল। অনেক কিছুতেই প্রব্লেম ছিল। এটাই ওরকম কোন মেমোরি নাই যে... মানে আমি পাই নাই যে কোন...। এইসব প্রব্লেম ছাড়া আমি তেমন কিছু শুনিনি ।

সঞ্চয়ীঃ আম্মুর জায়গাটা থেকে জানতে চাচ্ছিলাম মানে জীবনটা ক্যাম্পে থেকে আবার কি করে শুরু হল? বা তোমার ছোটবেলাটা কেমন ছিল? বাবা মার স্মৃতিগুলো কেমন ছিল? সেটা একটু জানতে চাইছিলাম যে এগুলার কোন এফেক্ট পড়েছিল কিনা তোমার জীবনে।

ফারহানাঃ হ্যাঁ মানে আম্মু... মানে আম্মুর কাছে তেমন কোন আমি শুনলে; যেটা শুনছি যে যেমন ধর অনেক সময় হয় না যে ২৫ মার্চ অথবা ১৬ ডিসেম্বরে যেসব দেখায় না টিভিতে যে হ্যাঁ এরকম স্টোরিজ যে পাক হানাদার হাবিজবি বিহারিরা এরকম ছিল সেরকম ছিল। তো আম্মু একদিন নরমালি বসে টিভি দেখতেছি বাসায় তখন আম্মু বলে যে শুধু এক দিক দিয়ে দেখলেই হবে সাফার কি শুধু ওরাই করসে, আমরা কি করিনি, আমরাও তো অনেক সাফার করসি। মানে আমাদের তখন আম্মু হঠাৎ করে নরমালি একটা লিভিং রুমে বসে আসি টিভি-টাভি দেখতেছি তো হঠাৎ করে আম্মু বলতে বলতে বলে যে আমার সবকিছু নিয়ে চলে গেসে। আমার পুতুলের বক্সটা নিয়ে চলে গেছে আমার ফ্রেন্ড, এসেই হুট করে নিয়ে চলে গেছে অ্যাস ইফ এটা ওরই ছিল। তো তারপর এই জিনিস্টা আম্মু বার বার বলে আমার পুতুলের বক্সটা নিয়ে চলে গেছে। এত সুন্দর একটা পুতুলের বক্স; এটা মনে হয় আম্মুর অনেক ফেভারিট কিছু ছিল যেটা কিনা এত বয়সেও ভুলতে পারে না আর কি। তো এটাই আমরা যখন ভাগ টাগ হয়ে যাওয়ার পর, আমরা নিজেদের বাসা দেখতে আসি। যখন বাংলাদেশ হয়ে গেছে আর কি। নিজের যা যা জিনিসপত্র ভাবসি যে যা একটু বেচে আছে নিয়ে যাই। তখন দেখি যে বাসা তো পুরা খালি। নেইবরদের বাসায় গেছি দেখি ওদের ৬টা টেবিলের ভেতর একটা টেবিল আমাদের, ৬টা চেয়ার এর ভেতর একটা চেয়ার আমাদের। অন্য নেইবরের বাসায় আরেকটা চেয়ার। এরকম এগুলা দেখে আমরা একটু অনেকটা শকড । এটাই মানে মেমোরি। এছাড়া আমার থটসগুলো আম্মুর থেকে এইসব আমি ক্যারি করসি আর আমার আব্বু হচ্ছে একজন মুক্তিযোদ্ধা। তো সে আবার যখন যুদ্ধ

হয় তখন ২১। তো সে আমার আব্বুরা ৪ ভাই। শুধু দাদু ছিলেন, দাদা অনেক আগেই মারা গেছেন। আব্বুরা জমিদার ফামিলি থেকে বিলং করছিলেন। তো যখন '৭১-এ হয়, তখন আব্বু চলে যায় মানে আসাম চলে যায়। আমার একটা চাচার সাথে চলে যায় সেম এজ এর ছিল, ওরা চলে যায় আর কি আসামে। তো ওখানে ট্রেনিং টেনিং নেয়। আর আব্বুদের যে ৩ ভাই বাকি দুইটা ভাই তো একদম ছোট ছোট। তো মেজ ভাইটা আসতে চায় তখন আব্বু বলে যে তুমি আইসনা তুমি আসলে আম্মাকে কে দেখবে? ওদেরকে তারপর ওদের নিয়ে যখন দেখে যে একটু পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যাচ্ছে বা যেহেতু জমিদার ছিল তো দেখা যায় যে মিলিটারি আসলে আমাদের এদিকটাই বেশি আসতো; ভাবত যে এখানে থাকার জায়গা হবে বা এরকম কিছু হবে। দাদুকে নিয়ে আমার মেজ চাচা আব্বুর ইমিডিয়েট ছোট উনি আর আমার দুইটা চাচারা ওরা গ্রামের বাড়ির দিকে চলে গেছে। ওদের আর তেমন কোন প্রব্লেম হয় নি। ওদের তেমন সমস্যা হয় নি। ডাকাতি হইছিল বাসার জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেছিলো। এছাড়া আর তেমন কিছু হয় নি। আর আব্বুর সাফারিংস হল ওই যে '৭১-এ অনেক বড় রিস্ক নিয়ে গেল। এটাতো আসলে মন খারাপ করার মতন কোন ইয়ে না; এটা তো অ্যাকচুয়ালি অনেকই ব্রেভারি এর একটা গল্প। আমিও প্রাইড নেই যে হ্যাঁ আমার আব্বু এরকম মুক্তিযোদ্ধা। তো আমি আসলে বলতে চাই যে, যেহেতু আমি বাঙালি; আমি নিজেকে বাঙালি ভাবি আর কি। তো আমি জানি যে '৭১-এর সময় পাকিস্তানিরা একটু ইনজ্যাস্টিস করছিল আমাদের সাথে বা তার আগে অনেক ইনজ্যাস্টিস হচ্ছিল। এসব শুনে আসলে আমারও গায়ে আগুন লাগে। যুদ্ধটা হওয়া খুব স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তারপরে যে ওই নরমাল পিপল যে সাফারিংস ছিল এটাতো কোথাও বলা হয় না। মানে আমি দুইটাই জানি। দুইটার খারাপ দিকটাই জানি। ওটাও জানি এটাও জানি। তো এটা আমার জন্য আমি বলতে পারি না যে এটা ভাল হইছে '৭১-এ ভাগটা হওয়াতে খুব ভাল হইসে। কারণ '৭১-এ ভাগ হওয়াতে আম্মুদের অনেক কষ্ট; ঐ দিক দিয়ে চিন্তা

করলে মনে হয় ভাগটা না হলেই ভাল হত; তাহলে ওরা আরও অনেক ভাল পজিশনে থাকতে পারত কারণ বার বার বার বার ইকোনমিক্যালি কেউ যদি ওনাকে এভাবে ভেঙ্গে দেয় তাহলে ওদের অবস্থাটা কোথায় যায়। ওরা, ওরা তো এরকম না, ছিল না এত মানে ওরা যে এরকম লাইফ পাইছে। আম্মুরা তো এরকম কোন পস লাইফ পায় নাই, খুব স্ট্রাগেলিং একটা লাইফ পাইছে। এখন এসে মামারা ভাল হইছে। বাট তার আগে তো এরকম স্ট্রাগল ছিল। আবার এই জায়গাটা যেখানে মামারা বাসা বানাইসে এইখানটা হচ্ছে আমার নানার আব্বা উনার নামে রাখা হয়েছিল। উনার সিগনেচার ছিল উর্দুতে। উর্দুতে সিগনেচার হওয়ার ফলে এই জায়গাটা গভর্নমেন্ট দিচ্ছিলনা মামাদেরকে। তো আমার বাবা আর কি বিয়ের পর পর, আমার আব্বুর যেহেতু একটু পরিচিতি আছে তো আমার আব্বু এটাকে রিকভার করে দেয়। কিন্তু আমার আব্বু বলে যে এত টাকা লাগসে এটাকে রিকভার করতে এত ঘুষ দেওয়া লাগছে ওনলি বিকজ ঐ সিগনেচারটা আর কোন সমস্যা ছিল না শুধুমাত্র ওদের সিগনেচার কেন উর্দুতে, এটার কারণেই এটাকে রিকভার করতে এত ঘুষ দেওয়া লাগছে, এত টাকা দেয়া লাগছে। বলসে যে তোমার মামারা তো পারলে এরকম আর একটা জায়গা কিনে ফেলতে পারত, এত কষ্ট করার কি ছিল। কিন্তু আমার নানি বলসে না না, আমার জামাইয়ের একমাত্র স্মৃতি। আমি এটা ছাড়বনা, আমি এখানেই বাড়ি চাই। দরকার হয় তোমরা যা ইছে তাই করো কিন্তু এখানেই বাড়ি চাই। তো নানির জিদের জন্য আসলে এই প্লটটা উদ্ধার করসে।

সঞ্চয়ীঃ তোমার নানার পরিবার নানা নানির পরিবার যে এখানে এসে শিফট করলেন, তারপর সেই শিফট করার গল্পটা একটু জানতে চাচ্ছিলাম। এবং এরপর যে উনারা এখানে এসে মানিয়ে নিলেন সেই গল্পগুলো আরেকটু ডিটেল এ জানতে চচ্ছিলাম।

ফারহানাঃ '৪৭-এর টাইমে আমার নানার বাবা উনি চাকরির পারপাসে এই রিজিয়নটায় চলে আসে তো পাকিস্তান রিজিয়নে চলে আসে। তারপর আমার নানা এখানেই বড় হয়। ছোট ছিল তখন যখন চলে আসে। এখানেই বড় হয়। তারপর পড়াশোনাও এখানটায়। তারপর উনি চাকরি পায় রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারের। তো উনি আবার উনার ট্রান্সফার হয়ে যায় ইস্ট পাকিস্তানে বাংলাদেশে আরকি। আমার নানির সাথে উনার দেখা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি কোথায় বলতে পারবনা কিন্তু আমার নানি তখন পাকিস্তানে থাকতো মে বি কোথাও। তখন উনি অনেক ছোট। উনার ফ্যামিলি মেইনলি কিছু কিছু ইন্ডিয়ান মানে আছে, এটা ক্লিয়ার না। উনাদের ফ্যামিলি বেসিকেলি থাকতো, তারা ইন্ডিয়ান অরিজিন কিন্তু থাকতো, পাকিস্তানে থাকতো। নানির ভাইরা সবাই পাকিস্তানে থাকে ৪ ভাই; দুইটা ভাই ওই যে চাকরির পারপাসে বাংলাদেশে মানে ইস্ট পাকিস্তানে চলে আসে। '৭১-এর ভাগের সময় ২ ভাই এখানে রয়ে যায়, এই বোনটা রয়ে যায়। আর বাকি যে দুই ভাই আর একটা বোন আবার বিয়ে হয়ে যায় ইন্ডিয়ায়, তো ঐ বোনটা ইন্ডিয়া থাকে। আমার নানির আবার বাকি যে দুই ভাই উনারা আবার পাকিস্তানে থাকে। এরকম আর কি সবাই ভাইবোন তিন দেশে ভাগ হয়ে যায়।

সঞ্চয়ীঃ নানির সম্পর্কে আরেকটু জানতে চাচ্ছিলাম। মানে উনার উপর দিয়েই তো আসলে স্ট্রাগলটা গেল আর কি যেটা তুমি বললে যে, এভাবে আসা তারপর ৯টা বাচ্চা। তো নানি এবং খালা উনাদের জীবনটা বা এ পরিবর্তনের জীবনটা সম্পর্কে যদি আরেকটু বলতে।

ফারহানাঃ নানি আমার উনি হচ্ছেন উনি পুরাপুরি মানে ইন্ডিয়ান। উনি চেষ্টা করত বাংলা বলার, খুব চেষ্টা করত। আম্মুদেরকে বলত যখন একটু হইছে তখন যদি দরজায় বেল বাজছে যদি কেউ 'কওন?' জিজ্ঞেস করছে, আম্মুরা যদি জিজ্ঞেস করছে কওন নানি খুব রেগে যেত বলত কেন কওন কেন? জিজ্ঞেস করলে বলবা কে কে। তারপর উনিও চেষ্টা

করত। কিন্তু উনারটা একদমই হত না মানে উনার মরার আগ পর্যন্ত উনি পারতইনা বলতে। কিন্তু চেষ্টা করত। ঐ যে যেভাবে ইয়েরা বলে আর কি আমরা যে দেখি বিহারি বাঙালিরা যেরকম করে বলে, একটু বিকৃতভাবে বাংলাগুলো বলে যেভাবে আর কি, ওরকম করেই বলত। কিন্তু আম্মুরা একদম স্পষ্টই কথা বলে। আমার নানি উনার লাইফ স্টাইলটা এরকমই ছিল মানে একদমই ঐ দেশি রুটি খাবে রাতে অথবা কাপড় চোপড়ের স্টাইল, ওনার বাসার জিনিসপত্র সবকিছু ওইখানকার মানে বাঙালিয়ানা টাচ একেবারেই নাই যেটাকে বলে; মানে পছন্দই করত না নাকি চাইত না আসুক বা এরকম। এরকম ছিল খাওয়াদাওয়ার স্টাইল টাইল সব ওরকম ছিল। উনার যেটা ধারণা ছিল যে মানে বাঙালিতে বিয়ে করা যাবে না, বিয়ে বাঙালিতে হবে না। নিজেদের কমিউনিটিতেই থাকতে হবে আর কি। তো আমার মামাদের সবার বিয়ে খুঁজে খুঁজে উনি বিহারি বের করসে, এবং বিহারিতেই বিয়ে দিসে। আমার এক মামা উনি শুধু উনি লাভ ম্যারেজ করসে নরসিংদিতে মামি হচ্ছে নরসিংদির। তো উনাকে মেনেই নেওয়া হয় নি একেবারে। মানে উনাদের যখন মেয়েটা যখন ৪ বছরের আর ছেলেটা ১ বছরের না ৫ বছরের মেয়ে তখন ওদেরকে মেনে নেওয়া হইছে। আচ্ছা ঠিকাসে এবার চলে আস ফ্যামিলিতে। তখন আমার নানিও মারা গেছেন। তার আগে উনাকে মেনেই নেওয়া হয় নি। আম্মুদের ব্যাপার হচ্ছে বিয়ে দিবে হচ্ছে মানে আমার নানি বলত কী যে "মার ডালেঙ্গে"; মানে যদি বাঙালিতে বিয়ে দেই মেয়েকে মনে হয় অত্যাচার করে মেরেই ফেলবে; ছেলেকেও হয়ত মার ডালেঙ্গে। মানে এরকম আর কি যে বিয়ে দেওয়া যাবে না মেরে ফেলবে নিয়ে গিয়ে আর কি। তো আম্মুই ফার্স্ট আম্মু হচ্ছে বোনদের মাঝে ৩ নম্বর, তো আম্মুই ফার্স্ট পুরা ভাইবোনদের মাঝে যার বাঙালিতে বিয়ে হইসে। তারপরে আব্বুর সাথে মেশার পর আর আব্বু ছিল ওনার খুব ফেভারিট মানুষ, একদম ছেলের মতন। তো আব্বুর সাথে মেশার পর আর আমার দাদির সাথে আমার নানির খুব ভাল সম্পর্ক ছিল একদম লাইক ফ্রেন্ডস। বিয়ের পরেই অবশ্য এমন

হইসে। ঘটক দ্বারা বিয়ে হইসে। তারপর আমার নানি আবার খুব ঘুরতে পছন্দ করত যেহেতু সে মানে ঢাকায় থাকসে তেমন কোথাও যায় নাই, সে গ্রাম দেখে খুব ফ্যাসিনেটেড, সুযোগ পাইলেই সে মেয়ের বাড়িতে চলে যাইত। এমন কোন ইয়ে ছিল না মেয়ের বাড়িতে থাকতে পারবনা বা এরকম কিছু। আর আমার দাদিও খুব ওয়েলকাম করত। তো ঊনি নিজের হিন্দিতে কথা বলতেসে আমার দাদিও বাংলায় মানে একেবারে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার খাস ভাষায় কথা বলতেসে, তো এটার কনভারসেশন দেখতে খুব মজার ছিল। তারপর আবার গ্রামের মানুষজন দেখতে, ধান টান দেখতে আমার নানি খুব পছন্দ করত। তো ওখানে চলে যাইত প্রায়ই প্রায়ই। কিন্তু আসার আগে আম্মুকে আবার ৫ টাকা / ১০ টাকা দিয়ে আসত যে না মেয়ের বাড়িতে এতদিন থাকা যায় না। এটা হছে আমি যে খাইলাম এতদিন থাকলাম ওইটার টাকা আর কি। আচার টাচার বানায় টানায় ওখান থেকে নিয়ে আসত; ওটার আবার টাকা দিতো আলাদা করে ৫ টাকা ২ টাকা ওরকম দিচ্ছে যে রাখ রাখ। আব্বু খুব রাগ করত যে আম্মা আপনে কি করতেছেন? বলত যে না না এতদিন থাকা যায় না ছেলের বাড়িতে। বিয়ের পরে একটা কাস্টম হয় না যে জামাই বাজার করে; হ্যাঁ আমার নানি কখনো আমার আব্বুকে বাজার করতে দেয় নাই। যে ছি ছি এটা কি হয়, আমার জামাই কেন বাজার করবে। আমার আব্বু বলে যে আরে এটা তো রুল এটা তো কাস্টম। বলে কি যে জানি না রুল কাস্টম; কিন্তু এটা করা যাবে না তুমি কিভাবে বাজার করবা এখানে? আর আমার বাবার সাথেই পরিচয় হওয়ার পরে মনে হয় আমার আম্মুদের মানে আমার নানিদের আসলে বাঙালির প্রতি যে ধারণাটা যে ওরা মেরে ফেলবে, বা ওরা অনেক খারাপ হবে, আমাদের সহ্য করতে পারে না, এই জিনিসটা একদম সরে গেছে। তারপর থেকে যে দুইজন বিয়ে হইল আমার খালার বাঙালিতে বিয়ে হইল, এরপর আমার ছোট খালা যে তারও বাঙালিতেই বিয়ে হল। আর এখন তো আমার মামারাই ইভেন বলে যে না বাঙালিতেই বিয়ে দিব; মানে বিহারি একটু ঝামেলা হয়,

ওরা একটু.....। না বিহারি টিহারি দিব না, বাঙালিরাই ভাল হয় বেশি। মানে ওদের এখন এমনই ধারণা হয়ে গেছে। আর আম্মুরাও এখন বলে যে না বাঙালিতেই, বাঙালিতেই দেওয়া উচিত। এরপরের জেনারেশন যত বিয়ে হইসে সব বাঙালিতেই এই পর্যন্ত আর কি বাঙালিতেই হইল। এইটাই আর ...

সঞ্চয়ীঃ আচ্ছা, আরেকটা বিষয় খুব জানতে ইচ্ছে করছিল সেটা হচ্ছে, এই যে চলে আসল নানি এবং বললে যে কিছু মামারা রয়ে গিয়েছিল কিংবা কিছু আত্মীয় রয়ে গিয়েছিল। তো এদের সাথে সম্পর্কটা আসলে কিভাবে রক্ষা হয়েছিল কিংবা হয় নি কিংবা চেষ্টা করেছিলে? এই গল্পগুলো যদি একটু

ফারহানাঃ হ্যাঁ নানির সাথে উনার ভাইবোনদের ২টা ভাই এখানে আছে নানির সাথেই রয়ে গেল। আর বাকি ২টা ভাই পাকিস্তানে, একটা বোন আবার ইন্ডিয়ায়। তো যেই বোনটা ইন্ডিয়ায় ছিল ওর সঙ্গে পুরাপুরি মনে হয় কাট আপ হয়ে যায় একেবারে। মানে অলমোস্ট মানে নানি আমার মনে হয় না বেঁচে থাকতে উনার সঙ্গে ২ / ১ বারের বেশি কথা বলতে পারসে। মানে খুবই, আর উনিও পারেনি ইয়ে করতে। কিন্তু ঐ যে পাকিস্তানে যে দুইজন ভাই ছিল ওদের সাথে মোটামুটি একটা চিঠিপত্রের রিলেশন ছিল কারণ আমার এখানে যে দুইটা মামা ছিল উনারা আবার মাঝে মাঝে যাওয়া আসা করত। তো এজন্য কিছু চিঠিপত্রের রিলেশন ছিল। তারপর যখন ফোন চলে আসল তো মাঝে মাঝে ফোনে টোনে কথা হত, রেয়ারলি আর এখন আমাদের মাঝে রিসেন্টলি ফেসবুক দিয়ে পুরান রিলেটিভ আচ্ছা ঠিকাছে হ্যাঁ ও তো আমার রিলেটিভ হয় এজন্য ওনাকে অ্যাড করে নেই তো মাঝে মাঝে কথাবার্তা; খুব টুকটাক হাই হ্যালো। রিসেন্টলি আমাদের ফ্যামিলিতে একটা বিয়ে হইছিল। তো আমার আম্মুর ছোট মামার মেয়ের বিয়ে হয়েছিল। ছোট মামার মেয়ে সে জিদ করসে যে আমার সব চাচা ফুপু

যারা আসে তাদেরকে নিয়ে আসতে হবে। ঐ যে ফুপুটা যেটা কিনা ইন্ডিয়ায় রয়ে গেছিলো উনাকে আনা হয় তখন আমরা ফার্স্ট দেখতে পারি যে আচ্ছা এরকম আমার নানি আছে। উনি খুব কান্নাকাটি করে যে জীবনে তোমাদেরকে দেখিইনি, তারপরে অনেক ইমোশনাল হয়ে যায়। তারপর আমার পাকিস্তানে যে দুইটা নানা আসে উনাদের তেমন কেউ বেঁচে নেই শুধু একজন চাচি বেঁচে আসে, উনাকে আম্মুদের মামি আর কি; উনাকে নিয়ে আসা হয়। আর তারপর এখানে আর কি। তখন জানা যায়। এখন একটু রিলেশন আমাদের মোটামুটি আগের চেয়ে বেটার। কারণ একটু স্কাইপে কথা হয় একটু আচ্ছা নানি কেমন আছে। এরকম এখন একটু একটু কথা হয়। কিন্তু নানি বেঁচে থাকার টাইমে ভাইদের সাথে শুধু চিঠিপত্রেরে রিলেশন আর বোনের সাথে তেমন কোন রিলেশনই ছিল না।

সঞ্চয়ীঃ এই যে, একটা ব্যাপার খুব ফ্যাসিনেটিং লাগল বললে যে এত বছর পর ফুপু এসেছিলেন, তো আমি জানতে চাছিলাম যে উনি যে আসলেন উনার তোমাদের সাথে এভাবে করে মানিয়ে নিতে কি কোন কষ্ট হয়েছিল কিংবা কি ধরনের পার্থক্য চোখে পড়েছিল উনার আর তোমাদের মাঝে। একইতো হতে পারত; কিন্তু হয় নি সেগুলো একটু

ফারহানাঃ উনারা যখন আসছেন, তো উনারা তো একদম সুন্দর উর্দু কথা বলে। উর্দু যেমন অথেনটিক উর্দু - হাম, আপ, এরকম করে; খুব ওয়ার্ডসগুলা খুব সুন্দর আর কি। আম্মুরা যেটা বলে সেটা হচ্ছে একটু বিকৃত; বিকৃত হিন্দি, বিকৃত উর্দু যে - ম্যায় তুম এরকম করে। আম্মুরাও হিন্দি বলে, হিন্দি আর উর্দু মিক্স : আর আম্মুদের হচ্ছে একটু যেমন ধরেন মেরে সঙ্গ চালো, সঙ্গ তো একটা হিন্দি ওয়ার্ড অ্যাকচুয়ালি তো সাথ হওয়ার কথা। তো এইসব কথা শুনলে আম্মুর যে চাচি ফুপু এরা খুব হাসাহাসি করত যে এটা কি ভাষায় কথা বল তোমরা। তারপর আমরা যে একদম বাংলায় বলতেসি, আমরা বুঝি সবই। আম্মুরা তো আমাদের সাথে

হিন্দিতে কথা বলে-উর্দুতে কথা বলে মাঝে মাঝে আর আমরা আনসার দেই হচ্ছে আবার বাংলায়, বাংলায় আনসার দেই। আমরা তো একদমই বাংলা, তেমন ভাল পারি না আর কি কিন্তু বুঝি সবই । উনারা আসার পর যেটা হছে ওরা বাংলা কিছু কিছু হয়ত বুঝে, হয়ত, যেহেতু কোনদিন এই অঞ্চলে ছিল, বা আসা যাওয়া হইছে, তাই কিছু কিছু বুঝে একদম সব না । তারপর আমরা তো সবই বুঝি ওদের কথা। আমরাও বলার চেষ্টা করি, যেহেতু টিভি আছে, অনেকটা প্র্যাকটিস আছে। তো আমরা হিন্দি উর্দু মিলায়ে কিছু একটা বলার চেষ্টা করি। তো ওরা আম্মুদেরকে বলসে "নেহি নেহি ইয়ে বহুত গলত বাত হে, বাচ্চে লোগকো শিখানা চাহিয়ে, আপনা বাত শিখানা চাহিয়ে। আপনা জবান হে ইয়ার"। নিজেদের ভাষা তোমরা এটা দিচ্ছ না কেন ওদেরকে। ওদেরকে না দিলে ওরা কিভাবে এ জিনিসটাকে আগাবে। আম্মুরা হাসে বলে যে ওরা তো এখানেই। নেহি নেহি ইয়ে বহুত গলত বাত হে আপনা জবান শিখানা চাহিয়ে। আমাদেরকে বলে শিখবা জিনিসটা শিখতে হবে তোমাদের নিজেদের ভাষা এটা। আমার কাজিনদের বলে, আমাকেও বলছে। আমি বলছি - "নান্নি হাম তো বাঙালি হে"। "তো কেয়া হুয়া ? তুমহারা আম্মিতো পাকি... ইন্ডিয়ান হে না, আম্মিকা জবান নেহি শিখগি?" ওটাতো শিখতেসি এই যে বলতেসি যে এটিই তো হবে। "নেহি নেহি অর আচ্ছেসে শিখনা চাহিয়ে।" উনি হচ্ছে এরকম। এখন ওদের সাথে যদি কথা হয় ফোনে হ্যাঁ বলি এই যে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দি উর্দু মিলায়ে কিছু একটা বলি, ওরাও বুঝে যায় হয়ত। ওদের ভাষাটা আরেকটু সুন্দর হয়। এটাই আর কি এভাবেই কমিউনিকেট করি আমরা।

সঞ্চয়ীঃ আচ্ছা তো এই যে এসেছিলেন, এই যে বললে একটি বিয়ের প্রোগ্রামে এসেছিলেন তো খাওয়াদাওয়া কিংবা বিয়ের যে আচার অনুষ্ঠান এটা দেখে কি উনাদের কোন ধরনের কালচারাল শক যেটা বলি আমরা যে ডিফারেন্স এরকম কিছু হয়েছিল উনাদের বা মনে হয়েছিল তোমাদের?

ফারহানাঃ বিয়ের অনুষ্ঠানগুলোতে তো তেমন কোন হয় নি কারণ ঐ যে মানে যা যা ইন্ডিয়ান বিয়েতে উনারা করে ওটাই আমরা করি যে, কাপড় ধরে নিয়ে আসা বউকে, অথবা মেহেন্দি করা তো এ জাতীয় তেমন কোন শক পায় নি; কিন্তু হ্যাঁ ওরা খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটায় অনেক শক পাইছে। মানে ওনারা বলত যে "ইয়ে বাঙালি লোগ বহত খাতে হ্যাঁ, বহুত খাতে হ্যাঁ ইয়ার। সারা দিন কিচেন মে পড়ে রেহতে হ্যাঁ"। ওরা তো জাস্ট, হামারা তো বাস এক ডাল হো যায়ে চাউল হো যায়ে বাস অর কুছ নেহি, সকালবেলা হচ্ছে একটা রুটি আর ডাল, রাতের বেলাও রুটি ডাল, অথবা একটা সবজি অথবা একটা গোস্ত ভাত হলে কোন একটা তরকারি। বলে যে "ইয়ে লোগকো তো ডাল ভি চাহিয়ে, সবজি ভি চাহিয়ে, গোশ্ত ভি চাহিয়ে, মাছলি ভি চাহিয়ে।" সব লাগে এদের শাকও লাগে। এক বেলায় তোমরা / ৪টা আইটেম কেন করো, আমাদের তো বাস একটা বিরিয়ানি হো যায়ে আর একটা দই হো যায়ে। দ্যাটস ইট, আর কিছু লাগে না। তোমরা এত কিছু কেন করো। ভর্তা করতেছ। তারপর ওদেরকে যখন দাওয়াত দেওয়া হইত, সবার বাসায় দাওয়াত দেওয়া হইছে তো সবাই জেনারেলি যা করে, অনেক আইটেম করে; বিরিয়ানির সাথেও অনেক আইটেম করতেছে তারপর পোলাওর সাথেও অনেক আইটেম করতেছে। ওরা তো দেখে দেখে একেবারে অস্থির অস্থির হয়ে যায়। এত কেন খাও তোমরা! এত কিছু কেন করতে গেছ তোমরা। ওরা ফার্স্টে ফার্স্টে মনে করসে যে যেহেতু আমরা এত বছর পর আসছি এজন্য হয়ত এরকম কিন্তু পরে ওরা বুঝতে পারসে যে না ওরা একচুয়েলি ওরা এরকমই করে, এটাই ওদের কালচার। এটা খুব মজার বিষয়। তো আমার মামার বাসায় একদিন দাওয়াতে আসছিল তো ওদেরকে ভাত খাওয়াইসে। ভাত খাওয়াইসে; শুটকির ভর্তা ছিল, শুটকির চচ্চড়ি টাইপের যেটা হয় সেটা ছিল। আমি শুটকি খাই না, আমার অনেক কাজিনরাই শুটকি খায় না; পছন্দ করে না একদম, গন্ধ আসে দেখে। উনারা না ঐ শুটকিটা একটু নিছিল।

নিয়ে খাইসে, খায়ে তো ওদের অনেক মজা লাগসে। এটা কি জিনিস, এটা তো খুব মজা। ওরা এখানে এসে খালি মাছ খায় বলে আমরা ওখানে মাছ পাই না, মাছ পাই না, খালি মাছই খায় এখানে। শুটকি খাওয়ার পর আমরা একটু অবাক হচ্ছি আরে পাকিস্তানি শুটকি খাচ্ছে, ইন্ডিয়ান মানুষ শুটকি খাচ্ছে। আমরা তো মজা করে দেখতেসি। ওরা তো খেয়েই যাচ্ছে। আরে বলে কি এটা তো খুব মজার জিনিস আমরা তো বলতেসি যে আল্লাহ "দেখ দেখ নান্নি শুটকি খাচ্ছে।" আর সবাইকে ডেকে ডেকে দেখাচ্ছি। উনারা খুব অবাক "হাম নেহি জানতে ভাইয়া ইস শুটকি কা ইয়াহা পার কেয়া ওয়কাদ হ্যাঁয়, পার হামে তো বহুত আচ্ছা লাগ রাহা হ্যাঁয়" - এটার যে কি ভ্যালু এখানে তোমরা এত অবাক হচ্ছ যে আমরা শুটকি খাচ্ছি জানি না, কিন্তু আমার তো এটা খুব পছন্দ হইসে, আমাদের তো খুব মজা লাগসে। ইভেন ওরা নিয়েও গেছে পরে বক্সে করে, রান্না করা শুটকি। ওখানে সবাইকে খাওয়াব আর কি। এটাই খুব মজার জিনিস। এইটাই আর কি খাওয়া-দাওয়া নিয়ে ওরা খুব, এত কেন খাও তোমরা? তারপরে আমার একটা মামা পাকিস্তানেই থাকতো, তো উনি একদিন ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসছিলেন। আমাদের বাসায় আসছিলেন, তো আম্মু অবিভিয়াসলি অনেক রান্না বান্না করছিল জেনারেলি আমরা বাঙালিরা যেটা করি আর কি নিশ্চয়ই এক তরকারি দিয়ে খাই না। তো একটা বিয়ের দাওয়াত ছিল। বিয়ের ফাংশনেও গেছিলেন। নরমালি বিয়েতে যা হয় পোলাও, রোস্ট, গরুর মাংস, জর্দা এ জাতীয় জিনিস। তো উনিতো খুবই একেবারে প্লিজড। এত খাওয়া এখানকার বিয়েতে, একটা গ্রামের বিয়েতে, আমিতো এক্সপেক্টই করি নাই এত খাওয়াবে। আমরা বলসি যে এটাতো স্বাভাবিক খাবার, ও সবজিও ছিল। এইটাই সেট মেনু হয়, আমাদের বাংলাদেশের সব বিয়েতে এগুলাই হয়। বলে যে আরে না এটাতো পুরা রাজকীয় খাবার, ওদের তো এত বড়লোক লাগে না দেখতে, যত খাওয়াইসে। পাকিস্তানে গিয়ে নাকি বলসে যে "বাতুন তো একদম ঠাকুরাইন হ্যায়।" বাতুন কা হাজবেন্ড তো একদম জমিদার হ্যাঁয়।

বাতুন তো একদম ঠাকুরাইন হ্যায় মানে এত বড় বাসা ওদের গ্রামের বাড়িটা আরকি, আর প্রতি বেলায় এত এত রান্না করে, আর এত কাজের মানুষ টানুষ আছে। পাকিস্তানে তো ওরকম কাজের মানুষ ওরা পায় না। তো এত কাজের মানুষ টানুস আছে তো ও তো "পুরা ঠাকুরাইন হ্যায়" তো আম্মুদের এখন ইমেজ এরকম হয়ে গেছে, আম্মুকে যদি এখন কেউ ফোন করে ওখান থেকে আম্মুকে ঠাকুরাইনই বলে, বলে "কেয়া হাল হ্যায় ঠাকুরাইন।" কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তো এরকম কিছুই না। এটা তো খুবই স্বাভাবিক। গ্রামের বাড়িতে মানুষ থাকবে , কাজ করবে , ধান চাল আসবে, অথবা কয়েক পদের ভর্তা টর্তা হবে, এটা তো খুবই স্বাভাবিক। ওদের কাছে এটা খুব বড় একটা কিছু। তো এটা, এইসব আর কি। মজার ইয়ে লাগে। আর আমার মানে নানি বাড়ির ওরা ইয়ে পছন্দ করে না মানে বাঙালি কালচার খুব একটা নিতে পছন্দ করে আর কি। স্পেশালি পহেলা বৈশাখ। পহেলা বৈশাখ মানে ওরা বলে যে এটা হিন্দুদের, এটা আমাদের না এটা হিন্দুদের। আমরা যেরকম থার্ড জেনারেশন আমরা পহেলা বৈশাখ অবভিয়াসলি আমরা অনেক পছন্দ করি । পহেলা বৈশাখ আসলে ড্রেস বানাতে হবে। আর কিছু না হোক সকাল সকাল গোসল করে একটা ভালো ড্রেস পরতে হবে, তো বিকেল বেলা একটু ঘুরতে যাইতে হবে। বেশি কিছু করি না আমরা, এইটাই করি আমরা কাজিনরা। তো আমি এরকমই মানে করতাম। আর আমার আব্বু? অনেক পছন্দ করে পহেলা বৈশাখ। পহেলা বৈশাখ মানে তার অনেক কিছু। মানে বাজার টাজার করে নিয়ে আসবে, সকালবেলা পান্তাভাত খাবে, এটা সেটা করবে। তো আমার আব্বু একবার পহেলা বৈশাখের সময়, বিয়ের পর পর ঢাকায় ছিল, আম্মু ছিল বাড়িতে। আব্বু ঢাকায় চলে আসছে। তো আমার মামিকে সকালবেলা না রাতের বেলা বলসে যে – ভাবি, রাতের ভাতে পানি দিয়ে দিবেন। কালকে তো পহেলা বৈশাখ, পান্তা ভাত খাবো। তো আমার মামি বেচারি তাই করসে। সকালবেলা মামি ঘুম থেকে উঠে দেখে টেবিলের মাঝে পুরা ক্লিয়ার একটা ভাত, ভাতে একদম স্বচ্ছ

পানি। মামি বলতেসে যে আমি তো গরম ভাতে পানি দিসিলাম! এত স্বচ্ছ কীভাবে আসে ভাতটা? তখন ইয়ে এসে বলে, বলে - আশ্চর্য এটা এরকম কেন হয়ে গেল? তখন আমার নানি এসে বলতেসে যে, " ইয়ে ইয়ে হ্যায়, পুরা ভাত তো সার গায়া থা। জামাই সারা হুয়া ভাত খায়েগা?" এজন্য আমি এটাকে কচলায় ধুয়ে পরিষ্কার করে দিসি। তারপর এখন সাদা পানি দিয়ে রেখে দিসি যে জামাই এটা খাবে । তো আব্বু এসে বলতেসে – এটা কি? ধোয়া ভাত ! তখন বলতেসে – "তুম সারা হুয়া ভাত খাওগে?" এজন্য আমি তোমাকে পরিষ্কার করে রেখে দিলাম। তো এটাই আর মানে, মানতেই চায় না যে পহেলা বৈশাখ যে কিছু একটা আছে। আমার মামিরা এখনও বিরক্ত হয় যে পহেলা বৈশাখ কেন আমাদের, এটাতো আমাদের না। আমরা বলি যে, আমিতো বাঙালি, যেহেতু আমার বাবা বাঙালি, ইভেন আমার নানি বাড়ির যেসব কাজিনরা, ওরাও ভাবতে পছন্দ করে যে ওরা বাঙালি। ইভেন যেমন ধরেন যে, কোন ম্যাচ হল ইন্ডিয়া – বাংলাদেশের, জানে যে বাংলাদেশ হারবে, যখন আগের অবস্থা ছিল, যখন বাংলাদেশ বেসিক্যালি হারতই। তো তখন, তখনও ওরা বাংলাদেশকেই সাপোর্ট করত, হারলে হারুক, বাংলাদেশই আমাদের দেশ। এরকম, তারপর ওরা ইভেন এইটাও অ্যাকনলেজ করে যে '৭১-এ যেসব পাকিস্তানি, ওই কাজগুলো আসলেই খারাপ ছিল, যে পাকিস্তান যেসব করতেসিল বাংলাদেশ এর উপর, ওইসব ডমিনেটিং ওই কাজগুলো খুব খারাপ ছিল। তো ওরাও এসব বলে, অ্যাকনলেজ করে। হতে পারে ওদের অরিজিন ইন্ডিয়া বা অন্য কিছু, কিন্তু ওরা পুরোপুরি বাঙালি, একদম হার্ট এন্ড ফেল এবং ওরা এখন এটাই পছন্দ করে। এবং রিসেন্টলি আমার একটা কাজিন সে ইন্ডিয়াতে গেসল। আমার আম্মুদের একটা ফুপির রিলেটিভ এর বাসা, ওখানে গেসল ইন্ডিয়া। তো ওখানে সবাই বলতেসিল, "কেয়া হ্যায় ইয়ে তুমলোগোকা," একটা ভাইয়া আরকি বলতেসে যে বাংলাদেশ ইতনা প্রাইড কিউ লেতে হ্যাঁয়? ওদের কালচার, ওদের ভাষা এমন কি আহামরি যে এত প্রাইড নিতে হবে? তোমাদের মাঝে আসে কি এত

প্রাইড নেওয়ার? খালি গর্বই কর, খালি গর্বই কর, তখন সে বলতেসে, ফার্স্টে কিছুক্ষণ শুনসে, তার তো পুরা, রক্ত গরম, বলে আমার তো পুরা রক্ত গরম হয়ে গেসে, মানে উনি কন্ট্রোল করতে পারে নাই, পরে বলসে যে কি নাই বাংলাদেশে আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন? তখন সে একটু টিটকারি করেই বলসে যে, কি নাই বলতো? সে তো পুরা একদম পুরা – হাজারটা লিস্ট ধরায় দিসে যে আমরা এতো অতিথিপরায়ণ, আমরা এতো মানে ওরা ওখানে গিয়ে ফিল করসে যে ইন্ডিয়ানরা একটু কেমন মানে খালি মানে আমি যখন, ও যখন আসছে, আমি জিজ্ঞস করসি যে – কেমন ঘুরলা ইন্ডিয়া? তখন বলল – এক বাক্যে বলব? তো আমি বলসি যে – হ্যাঁ বল এক বাক্যেই বল। তখন বলে কি যে – সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি। আমি তো হেসে দিসি – যে ইন্ডিয়া গিয়ে এই উপলব্ধি হইসে তোমার? বলে কি যে – হ্যাঁ মানে ইন্ডিয়া এত জঘন্য জায়গা মানে মানুষজন মানে একদম কোঅপারেটিভ না, একটা জায়গা জিজ্ঞেস করতেসি মানে অ্যাড্রেস জিগ্যেস করতেসি, সেটাও তাদের বলতে কষ্ট। হোটেলে খাইতে বসছি, আমাদের এখানে তো ঝোল চাইলে একটা পিসসহ ঝোল দিয়ে দেয়, ওরাতো ঝোলও দিবে না, বলসি পিঁয়াজ দিতে, বলে কি পিঁয়াজ অনেক দামি হয়, পিঁয়াজ আমরা খাই না। মানে পিঁয়াজও দেয় নাই ওরা, এরকম অনেক বাজে বাজে ইয়ে হইসে মানে এনকাউন্টার হইসে এবং ইন্ডিয়া একদম পছন্দ করি নাই আমরা। তারপর ওইখানে আবার ওই কাজিনটার সাথে পুরা ঝগড়াই লেগে গেসে বাংলাদেশ – ইন্ডিয়া নিয়ে, তখন ওই কাজিনটা বলতেসে যে হ্যাঁ এত যে প্রশংসা করতেস, দ্যা গ্রাস ইজ অলোয়েজ গ্রিনার অন দ্যা আদার সাইড, তখন সে বলে কি, আদার সাইড আর থাকল কোথায়, আমরা তো এখন বাঙালিই হয়ে গেসি, এই সাইডেই আসি, আমরা তো এমন না যে আমরা ইন্ডিয়া কিংবা বাংলাদেশকে ওই পার থেকে দেখতেসি, যে মনে হচ্ছে বাংলাদেশটাই বেশি ভালো, আমি তো বাংলাদেশের ভেতরেই ঢুকে গেসি, ওখানকার মানুষের সঙ্গে মিশে গেসি, ওখানকার মানুষ আমাদের ফ্যামিলিতে ঢুকে গেসে, আমরা তো

দেখতেসি, আমরা তো কমপেয়ার করতেসি যে বাঙালি মানুষদের মেন্টালিটি কিরকম হয়, আর ইন্ডিয়ান মানুষদের মেন্টালিটি কিরকম হয়। এখন ওদের এরকম একটা ধারণা হয়ে গেসে যে বাঙালিরাই মনে হয় ভালো। হ্যাঁ, ওদের বাঙালিদের, বিয়ে করবে ওরা বাঙালিদেরই বিয়ে করবে, নাইলে বিয়ে করবে না। আর রিসেন্টলি মানে একটা প্রোপোজালও আসছিল, আমার কাজিনের জন্য মানে সে ইন্ডিয়া থেকে এম বি এ ইন্ডিয়াতে থাকে, ইন্ডিয়া শুনে বলসে – না না না, ইন্ডিয়ায় বিয়ে করবনা, ওরা কেমন যেন হয়। এটাই আরকি, এরকম থটস এখন আরকি আমাদের মাথায় আসে।

সঞ্চয়ীঃ আচ্ছা তো দুইটা ব্যাপারই বললে যে ওখান থেকে এখানে এসেছিল আবার এখান থেকে ওখানে গিয়েছিল, তো আরেকটু যেটা জানতে চাচ্ছিলাম যে তোমার আত্মীয়রা যখন ওখানে যায়, তখন ওখানকার আত্মীয়দের সাথে কি আসলে কোন কন্ট্যাক্ট হয়? হলেও তখন এক্সপেরিয়েন্সটা কেমন হয় বা ডিফারেন্সগুলো কেমন হয়?

ফারহানাঃ হ্যাঁ, ওখানে ওরা যখন যায়, মানে এখানে যখন আসছে তখন তো ওরা বেশ শক পাইসে আমরা কেন বাংলায় কথা বলি না, মানে কেন হিন্দিতে কথা বলি না, খাওয়া দাওয়া কেন এমন করে, এছাড়া তেমন কোন শক তারা সেভাবে করে পায় নি। আর ওরা যখন ঐখানটায় যায়, তো ওরাও এই জাতীয় শকই পায়, মানে, বলতেসে যে – আমরা গেলাম, শুধুমাত্র একটা বিরিয়ানি আর কিছু না। আচার দিয়ে দিল, বিরিয়ানি দিয়ে দিল, আমি তো অবাক, যে এটা কি খাবো, হ্যাঁ, অথবা দই দিয়ে দিল, এটাই হচ্ছে ওদের ম্যাক্সিমাম, আমাদের যেমন, আমাদের যদি কেউ আসে, জীবনেও একটা বিরিয়ানি দিয়ে কাভার করব না, অনেক কিছু করার চেষ্টা করব। ওদের ওইটাই কালচার, যত বড়ই কিছু হয়ে যাক, ইভেন যদি জামাইও চলে আসে, ওদের ওই একটাই, এটা আমি বুঝলাম কিভাবে, আমি যেদিন ছিলাম তারপরের

দিন উনার মেয়ের জামাই আসছে, তারপরেও ওই এক বিরিয়ানি আর আচারই রাখসে, এই হচ্ছে ওদের ম্যাক্সিমাম ইয়ে আরকি। ওরা এই রকম, বাংলাদেশকে ওরা একটু হেয় করে দেখে, এটা খুব একটা পছন্দ করে না যে বাংলাদেশকে হেয় করে, মানে ওরা মনে করে স্পেশালি যেটা হয় ওরা মনে করে বাংলাদেশি মানুষরা একটু, একটু খ্যাত, বাংলাদেশি মানুষরা একটু খ্যাত। এইটা ওর অনেক গায়ে লাগসে যে অনেক গায়ে লাগসে যে খ্যাত কেন মনে করবে আমাদের, খ্যাত কেন ভাববে, কি মনে করে? আমরা, কি আমাদের কাপড়চোপড়ের কোন ইয়ে নাই? নাকি আমাদের স্টাইল সেন্স নাই? আমাদেরই তো বেশি স্টাইল সেন্স, আমাদের শাড়িই তো ইন্ডিয়া নিয়ে যায়, ওখানে গিয়ে ওদের টিভিতে পড়ে বা কত কিছু করে, তো এরকম তো রিসেন্টলি এরকম আমেরিকায় একটা বিয়ে হচ্ছিল। আমার মামাতো বোনের। তো আমার খালার মানে আমার ছোট খালা যে সে যাবে আর কি বিয়েতে, তো সে অফিস থেকে ছুটি নিসে, সে যাচ্ছে তার ফ্যামিলি নিয়ে। তো সে যে যাচ্ছে সেটা নিয়ে আমি আর আমার কাজিন দুইজনেই খুব কনসার্নড হয়ে গেসি কারণ আমেরিকায় আমার ইন্ডিয়া থেকেও কাজিন আসবে আবার পাকিস্তান থেকেও কাজিন আসবে, কনসার্নড হয়ে গেসি এইজন্য যে ও কি কি কাপড় নিচ্ছে, ওরা যে আমাদেরকে খ্যাত মনে করসে, এটা আমাদেরকে প্রুভ করতে হবে যে আমরা মোটেই খ্যাত না। তো আমরা মানে প্রতিতা ফাংশন এর জন্য কোনটা কোনটা কাপড় পড়বা, কীভাবে কীভাবে সাজবা, এই সব আমরা তিন জন চারজন মিলে ডিসাইড করসি। ও এরকম বলতেসিল, যে এই জিনিসটা না, ওই জিনিসটা পড়বে, তো আমি বললাম যে না না না, এইটাই পড়া যাবে না কারণ ওইটা একটু ব্যাকডেটেড মনে হচ্ছে, একটু খ্যাত মনে হচ্ছে না এইভাবে তোমার সাজতে হবে। এগুলো সব ওকে বুঝায় টুঝায় দিয়ে পাঠাইসি। তারপরে বলসি ফেসবুকে প্রতিটা ফাংশনের ছবি আপলোড করবা। তারপর যখন আসছে – তখন জিজ্ঞেস করসি –তোমার কাপড় চোপড় দেখে কি বলসে? তখন ও বলল যে, না ভালই বলসে। তো

তারপর ওরা মানে আমরা প্রমাণ করার চেষ্টা করসি যে, না ভাই আমরা খ্যাত না হ্যাঁ? তোমরা যে নিজেদের এত ইয়ে মনে কর, আমরা আসলে এরকম না, মানে আমাদের মাঝে একটা গ্রুপিং হয়ে গেসে, যে আমরা নিজেদেরকে কিছু একটা প্রুভ করতে চাই, ওরা আমাদের কিছু একটা প্রুভ করতে চায়, এইভাবেই। যেহেতু একটা ফ্যামিলি তারপরেও কেমন যেন একটা ডিসট্যান্স আসে আর কি।

সঞ্চয়ীঃ আচ্ছা তো, ফেসবুক শুনে মনে পড়ল, তুমি একটু আগে বলছিলে যে ফেসবুক, ভাইবার এগুলোর মাধ্যমে এখন যারা কাজিনরা থার্ড জেনারেশন তাদের সাথে কন্টাক্ট করার চেষ্টা কর, এখেত্রে কি ইনফিরিয়র ফিল করানোর চেষ্টা কিংবা পার্থক্যগুলো ফিল কর কন্টাক্ট এর ক্ষেত্রে? এই একটু –

ফারহানাঃ ইনফিরিয়র ফিল করানোর চেষ্টা কখনও করি না কিন্তু আমরা প্রুভ করার চেষ্টা করি যে তোমরা যেটা ভাবো আমাদের, আমরা সেরকম না। ওরা মানে হ্যাঁ বাংলাদেশকে ওরা একটু হেয় করে, হেয় করে কারণ ওরা মনে করত কি, ওরাও তো ইন্ডিয়ানই। আমরা যদি বাংলাদেশকে হেয় করি তাহলে, ওদের যে এত গায়ে লাগবে এটা ওরা চিন্তা করতে পারে নি। মানে বুঝে নাই আর কি। ওদের মতে, ওরা তো ইন্ডিয়ানই, আচ্ছা যেখানে থাক সেখানটা নিয়ে একটু যদি টিস করি, আমরা আবার এতে খুব ক্ষেপে টেপে যাই আর কি। আর ফেসবুকেও খুব ফরমাল, মাঝে মাঝে যদি কথা টথা হয়ে যায় আরকি পাশাপাশি বসে, মাঝে মাঝে আরকি একটু-আকটু হয়ে যায়। সেটা সব কাজিনদের মাঝেই হয়ে যায়, এমন কিছু না যে বলার মত। তবে ওরা আসলে এইজন্যই, এটাই ভাবে, যে তোমরা তো, তোমরা তো ইন্ডিয়ান। তোমাদের এত গায়ে লাগে কেন যখন বাংলাদেশের ব্যাপারে কিছু বলি । এইটাই –

সঞ্চয়ীঃ আরেকটা ব্যাপার একটু পেছন থেকে জিজ্ঞেস করি, তুমি বললে যে তোমার বাবা ছিল তোমাদের পরিবারের প্রথম বাঙালি জামাই, পহেলা বৈশাখের গল্পগুলো বলছিলে, তো জানতে চাইছিলাম এই ধরনের আরও মানে উনার অ্যাডজাসমেন্টে উনার দিক থেকেও আবার তোমাদের দিক থেকেও কি ধরনের সমস্যা বা ইন্টারেস্টিং কাহিনী যদি থাকে –

ফারহানাঃ আব্বু -- তেমন মানে আব্বু তো আর এখানটায় গিয়ে থাকে নি, আম্মুই না ওখানটায় গিয়ে থেকেছে। আব্বুরা যেরকম খুব সিম্পলে খাবার দাবার করত, আম্মু ওখানটায় গিয়ে এখানকার কুইজিন যেমন ধরেন ইন্ডিয়ান কুইজিনরা এর এগুলো রান্নাবান্না করত। মানে এগুলো করত, ওটাতে সবাই মানে আর কি, খুবই অবাক এবং প্লিজড। সবাই খুব খুশি যে, ওহ মাই গড, এরকম একটা বউ পাইসে। কিছু কিছু মানুষ আবার ছিল, যেমন আমার দাদির কিছু রিলেটিভ ছিল, এরা বলত - ইন্ডিয়ান মেয়ে নিয়ে চলে আসছে। তারপর এরকম বিহারি নিয়ে চলে আসছে। তখন আমার দাদু খুব রাগ করত – বলতো যে আমার বড় বউ খুবই ভালো, ইন্ডিয়ান হোক, বিহারি হোক, আই ডোন্ট কেয়ার ও অনেক ভালো। আম্মুর রান্নার অনেক প্রশংসা করত, ইভেন এখন পর্যন্ত, যে আম্মুর মত কেউ রান্না করতে পারে না। আম্মু তো অনেক রকম পরোঠা বানায় – গোবি পরোঠা, মূলা পরোঠা, আলু পরোঠা, ডাল, ভাটরে কি রোটি, তারপর এইসব এইসব। আম্মুই ফার্স্ট, যে প্রথম হালিম বানায়। মানে ওইখানকার মানুষ তখন বাইরে গিয়ে হালিম খেত, এখন আম্মু বাসায় বানায়, সিঙারা টিঙ্গারতি, ইন্ডিয়ান সবকিছুই – বিরিয়ানি, বিরিয়ানির একটা ডিফারেন্স আসে, মানে যেটা বাঙালিরা করে সেটার সাথে অনেক বড় একটা ডিফারেন্স হয়, যেমন ওদেরটা একটু অন্যরকম হয়, আম্মুরটা একটু অন্যরকম হয়। তো এটা আবার ওরা খুব পছন্দ করত। তো ওরা অনেক ইয়ে করে, মানে অ্যাপ্রিসিয়েট করে। কিছু কিছু মানুষ ছিল –শুরুতে আম্মুকে বলত – হ্যাঁ – বিহারি বিহারি। আমার দাদির খুব স্ট্রং স্ট্যান্ড ছিল, সে আমার বউ, ব্যাস। এটাই তার পরিচয়,

সে বিহারি কি বাঙালি, আই ডোন্ট কেয়ার। আর এটা নিয়ে কেউ যেন কোনোদিন কিছু বলার সাহস না পায়। তো একটা মজার ঘটনা আছে, আম্মু একদিন রান্না করতেসিল কি যেন, তো আমার দাদি মাঝে মাঝে কিছু কিছু জিনিস আম্মুর পছন্দ করত না , বলত যে – শুনো, আমি এইসব নিহারি বিহারি খাব না। নিহারি বিহারি। নিহারি যেটা বানাইত আম্মু, ওই পায়া আর কি, তো ওটা রান্নাটা মনে হয় আমার দাদুর পছন্দ হতো না, যে এতো কেন মশলা দেওয়া? আমার দাদু খাইত প্লেইন, পোলাও দিয়ে খাবে সে। আর আম্মু করত রুটি দিয়ে খাওয়ার, ওটার মধ্যে অনেক মশলা দিত সে। মাংসের মশলা টশলা দিয়ে বানাইত। বলে কি – নিহারি বিহারি আমি খাব না। আমাকে নরমাল ভাত দিয়ে দাও। মানে এরকম করে মাঝে মাঝে আমার আম্মুকে ইয়ে করত মানে খোঁচা দিত কিন্তু আমার দাদু খুব সাপোর্ট করত। একেবারেই নানে ইয়ে করত না। আর আমার নানি যে যাইত, তো ওদের মাঝে তেমন কোন কালচারাল ডিফারেন্স নাই, মানে এইটাই মানে হ্যাঁ উঠা–বসা, চাল–চলন, কথা-বার্তা এগুলোতে চেঞ্জেস ছিল, কিন্তু এছাড়া তেমন কোন ইয়ে নাই বা চেঞ্জেস পাইনি। আম্মু ওইখানে বরঞ্চ অ্যাপ্রিসিয়েটই হইসে, তেমন কোন সমস্যা হয় নি, আর একটু একটু, একটু একটু হইসিল কখনও কখনও, কিন্তু ওইটা আমার আম্মু একেবারেই পাত্তা দেই নাই, কারণ আমার দাদি একেবারেই পাত্তা দিতেন না। আর আব্বুরও অ্যাডজাস্ট করতে তেমন কোন সমস্যা হয় নি কারণ বাঙালিদের মতই আম্মুদের লাইফ স্ট্যাইল ছিল। তো ওরকম কোন চেঞ্জ নাই আসলে, বেসিক্যালি আমরা বুঝি যে ইন্ডিয়ানরা আসে, বাঙালিরা আসে, ওদের মনে হয় লাইফ স্টাইলে অনেক চেঞ্জ আসে, আসলে তেমন কোন চেঞ্জ নাই, ওই খাবারদাবারেই একটু, রান্না-বাড়ার যেমন আমরা এটা বলি যে বাঙালিদের সেমাই, ইভেন এটা আমিও বলি, যে কারো ওখানে সেমাই খাইসি, তো বলি একদম বাঙালি টাইপ ছিল, একদম বাঙালিদের সেমাই টাইপের ছিল। ওরা অনেক সময় একটু গরম মশলা দিয়ে দেয় সেমাইতে, এইসবই চেঞ্জেস। তেমন কোন চেঞ্জ

নাই কিন্তু লাইফে আর কি। খুব ভালভাবেই দুজনে ইনফিউজ হয়ে গেসে।

সঞ্চয়ীঃ আচ্ছা, তো এত যে গল্প করছি, আসলে শুরু তো একটা জায়গা থেকেই, সেটার বিষয়েই তোমার পার্সোনাল এখন জানতে চাইব। যে তোমার মতে দেশভাগ কিংবা পার্টিশন আসলে তোমার জীবনে কি অর্থ বহন করে?

ফারহানাঃ দেশভাগ হয়। এটা পলিটিকাল একটা ব্যাপার। কিন্তু মানুষ যে সাফার করে। হাইলি সাফার করে, আসলে এটা আসলে কোন একটা পক্ষের গেইন না। মানে ইভেন এরকম ওখানে অনেক আসে বাঙালি, যেহেতু আমাদের রিলেটিভ আসে, ওদের আশেপাশের নেইবর রা বাঙালি, যারা ওদের এখানে হিউজ প্রোপার্টি রেখে ওখানে চলে যায়, মানে আমাদের মতই প্রবলেম। আম্মুরা অখান থেকে ছেড়ে এখানে চলে আসছে, ওরা এখান থেকে ছেড়ে ওখানে চলে গেসে। তো এটা হয়ত অ্যাপারেন্টলি দেখলে মনে হয়, যে ঠিক আছে, পলিটিকাল একটা ভাগ হয়ে গেসে। কিন্তু ভিতর থেকে কেউ যদি দেখে জিনিসটা, তাহলে অনেক একটা ট্রমা. আর এটা আমার, '৪৭-এর টাইমে অনেকখানি ওখানে ছুটে গেসে, মানে রিলেটিভ বল আর সবকিছু বলেন, সব ওখানে ছুটে গেসে। '৭১-এর টাইমে পাকিস্তানে অনেক কিছু ছুটে গেসে। তো এই অনেক ট্রমা আমার কাছে মনে হয় এটা। আর আমার আব্বুর দিক দিয়ে দেখলে, যদি আমরা একটা বাঙালি হয়ে দেখি আমরা, তো ওটা একটা গেইন, দেশ ভাগ হইসে, ফাইন্যালি আমরা আলাদা হইসি, আলটিমেটলি আমরা একটা ইন্ডিপেনডেন্ট স্টেট এখন এটা। আর আমি আমার আম্মুদের সাফারিংসগুলা দেখলে বলি যে এটা একটা ট্রমা এটা আমার জন্য খুব একটা ডাইলেমা, আমি বলতে পারব না যে এটাকি আসলে ভালো হইসে না খারাপ হইসে। আমি আসলেই মানে ভাবি যে, তারপরও আমি ভাবি যে বর্ডার, হ্যাঁ, এখন আমার কাছে খুবই নরমাল মনে হয়।

নরম্যালি আমারা একটা সিভিলাইজ স্টেট, বর্ডার তো হবেই, থাকবেই। ওইপার যেতে হলে পাসপোর্ট লাগবে, এটাই স্বাভাবিক, ওইখানে এরকম মানে ওইখানে যাইতে হইলে আমাদের ভিসা, আমাদের রিলেটিভ এর সাথে দেখা করতে হলে আমাদের ২/৩ মাস দাঁড়ায় থাকতে হবে, ওয়েট করতে হবে ভিসা এর জন্য, তো এইটা আমার কাছে স্বাভাবিক মনে হয়। আর আমার কাজিনরাও ইভেন অনেক স্বাভাবিক এই ব্যাপারটা নিয়ে। বর্ডার ওদের জন্য তেমন ফ্যাসিনেটিং কিছু না। আমার আম্মুদের জন্যও এখন তেমন কিছু না। হ্যাঁ, হইতে পারে, আমার নানিরা খুব ফ্যাসিনেটেড হইত যে, বর্ডার হয়ে গেসে এখন। এখন ওখানে যাইতে নিশ্চয়ই কষ্ট হয়। তখন তো আরও বেশি ঝামেলা হইত, এই আর কি মানে...

সঞ্চয়ীঃ আচ্ছা, তো, তোমাকে যদি এখন আমি প্রশ্ন করি যে, তোমার বাড়ি কোথায়? তুমি কি মনে কর, তোমার দেশের বাড়ি বা দেশের বাড়ি কোথায়?

ফারহানাঃ আমার বাড়ি তো বাংলাদেশ। আমার বাড়ি তো বাংলাদেশ, ইভেন আমার যেসব কাজিনরা এখানে থাকে তারাও নিজেদেরকে বাঙালি বলেই বলে। বাঙালিই বলতে পছন্দ করে। বাংলাদেশিই বলে ওরা, কিন্তু হ্যাঁ, যদি কহনও কেউ জিজ্ঞেস করে ফেলে যে দেশের বাড়ি কোথায়? তখন ওরা ফ্র্যানকলি বলে দেয় যে, আমরা ইন্ডিয়ায়, ইন্ডিয়ায় দেশের বাড়ি। কিন্তু আমার মামারা আবার এটা একদমই বলতে চায় না, মামারা বলে যে, উনারা নিজেরা নিজেদেরকে বাঙালি প্রুভ করতে, ওরা লুকাইতে চায় নিজেদের আইডেন্টিটি যে ওরা ইন্ডিয়ান, যেমন ধরেন ওরা বলে যে, আমরা ফরিদপুরের, আম্মুরা ম্যাক্সিমাম টাইম ফরিদপুরে ছিল, আমার আম্মুরা একটা মানে মামা সবসময় এটা লুকাইতে চায়, মামা কেন, সব ইয়েই আর কি, খালারাও আরকি লুকাইতে চায় যে ওরা ইন্ডিয়ান। যেই টেইলরের কাছে আমরা যাই, মানে আমাদের খালারা যে যায়, টেইলরের

খুব কিউরিসিটি, ওদেরকে দেখলে তো নরমাল মনে হয় না, ওদেরকে দেখলে তো, একটু ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান মনে হয়, খালি জিজ্ঞেস করে যে, আপা, আপনাদের দেশের বাড়ি কোথায়? তো আমার খালা বলে না, খালি ফরিদপুর ফরিদপুর বলে, তো একদিন আমি আমার কাজিনের সঙ্গে গেসি, গিয়ে বলসি যে, এমনি টেইলরের কাছে গেসি, তো সে বলতেসে আপা একটা সত্যি করে কথা বলেনতো, আপনারা কোনখানকার? তো আমি বলসি যে আমরা ইন্ডিয়ান। তো ইন্ডিয়ান বলার পরে, লোকটা বলতেসে দেখসেন, আমি বলসিলাম, আমি জানতাম আপনারা ইন্ডিয়ান, কিন্তু আপা আপনার ফুপি আমাকে বলতেই চায় না যে আপনারা ইন্ডিয়ান।

সঞ্চয়ীঃ আচ্ছা, তোমার কাছ থেকে প্রচুর খাবারের গল্প শুনলাম, তো এটাও যদি আরেকটু বল, এবং ওখানকার ভাষা এবং আচার অনুষ্ঠান এখনকার জীবনে কি পালন করা হয় বা কোন ইমপ্যাক্ট আছে?

ফারহানাঃ